

## ১। 'চাকা' আবিষ্কার কোন সভ্যতার অবদান?

(ক) সিন্ধু সভ্যতা

(খ) ব্যাবিলন সভ্যতা

(গ) অ্যাসিরীয় সভ্যতা

(ঘ) সুমেরীয় সভ্যতা\*

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সুমেরীয়গণ।
- **সুমেরীয়রা** প্রথম চাকা আবিষ্কার করে।
- এছাড়া সুমেরীয়রা কিউনিফর্ম নামে লিপি, জলঘড়ি, চন্দ্রপঞ্জিকা আবিষ্কার করেন।
- অপরদিকে, ব্যাবিলন সভ্যতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে আইন সংকলনে।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র পাওয়া যায় ব্যাবিলনের উত্তরে গাথুর শহরে।
- সভ্যতায় সিন্ধুদের অবদান ছিলো নগর পরিকল্পনা, পরিমাপ পদ্ধতিতে এবং সীলমোহর আবিষ্কারে।
- অ্যাসিরিয়রা প্রথম বৃত্তকে ৩৬০°-তে ভাগ করে। অ্যাসিরিয়রা প্রথম পৃথিবীকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করেছিলো।

উৎস: ব্রিটানিকা।

## ২। পৃথিবীকে প্রথম অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে কারা?

(ক) ফিনিশিয়রা

(খ) মিশরীয়রা

(গ) ক্যালডীয়রা

(ঘ) অ্যাসিরীয়রা\*

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পৃথিবীকে প্রথম অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে অ্যাসিরীয়রা।
- এটি মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি সভ্যতা।
- ব্যাবিলন থেকে ২০০ মাইল উত্তরে টাইগ্রিস নদীর তীরে এই সভ্যতা গড়ে উঠে।
- তারাই প্রথম পৃথিবীকে ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করে।
- তাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।

- অপরদিকে, ফিনিশিয়রা জাহাজ নির্মাতা হিসেবে পরিচিত ছিল।
- মিশরীয়রা ১২ মাসে বছর এবং ৩০ দিনে মাস গণনার রীতি আবিষ্কার করে।
- ক্যালডীয়রা সপ্তাহকে ৭ দিনে বিভক্ত করার পদ্ধতি বের করে।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ও বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস, নবম-দশম শ্রেণি।

## ৩। 'হাজার দ্বীপের দেশ' বলা হয় কোন দেশটিকে?

(ক) নরওয়ে

(খ) ফিনল্যান্ড

(গ) সুইজারল্যান্ড

(ঘ) ইন্দোনেশিয়া\*

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- হাজার দ্বীপের দেশ বলা হয় **ইন্দোনেশিয়াকে** কারণ এদেশে প্রায় ১৭০০০ থেকে ১৮০০০ দ্বীপ রয়েছে।
- অপরদিকে, ফিনল্যান্ডকে হাজার হ্রদের দেশ বলা হয়। কারণ এদেশের নিম্নভূমি বরফের চাপে বিভিন্ন স্থানে দেবে গিয়ে হাজার হাজার হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে।
- ফিনল্যান্ডে প্রায় ৩৫ হাজারের বেশি হ্রদ রয়েছে।
- নরওয়েকে নিশীথ সূর্যের দেশ বলা হয় কারণ এ দেশে ২১ শে মার্চ থেকে ২৩ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটানা দিন থাকে এমনকি গভীর রাতেও আকাশে সূর্য দেখা যায়।
- সুইজারল্যান্ডকে ইউরোপের ক্রীড়াঙ্গন এবং নিরপেক্ষ দেশ বলা হয়।

উৎস: ব্রিটানিকার ওয়েবসাইট।

## ৪। নিচের কোনটি স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের দেশ নয়?

(ক) নরওয়ে

(খ) পোল্যান্ড\*

(গ) ডেনমার্ক

(ঘ) ডেনমার্ক

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উত্তর ইউরোপের তিনটি দেশঃ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক নিয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চল গঠিত।
- এই দেশগুলো স্ক্যান্ডিনেভীয় উপদ্বীপ গঠন করেছে।
- দেশগুলি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পরস্পর একতাবদ্ধ।
- কেউ কেউ ফিনল্যান্ডকে ও আইসল্যান্ডে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অংশ মনে করেন।
- তবে উত্তর ইউরোপের পাঁচটি দেশ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডের জন্য নর্ডীয় রাষ্ট্রসমূহ পরিভাষাটি বেশি ব্যবহৃত হয়।
- অপরদিকে, পোল্যান্ড স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- পোল্যান্ড বাল্টিক সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত মধ্য ইউরোপের একটি দেশ।

উৎস: ব্রিটানিকার ওয়েবসাইট।

#### ৫। পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ কোনটি?

- (ক) আরব উপদ্বীপ\*  
(খ) মালয় উপদ্বীপ  
(গ) কোরীয় উপদ্বীপ  
(ঘ) সিনাই উপদ্বীপ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আরব উপদ্বীপ বিশ্বের বৃহত্তম উপদ্বীপ যার আয়তন প্রায় ৩.২ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার।
- আরব উপদ্বীপটি মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত ৭ টি দেশ নিয়ে গঠিত।
- দেশ গুলো হলোঃ সৌদি আরব, ওমান, ইয়েমেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার এবং বাহরাইন। দেশগুলোর ভাষা আরবি।
- উপদ্বীপটি অটেল খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বের ভূ-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- অপরদিকে, মালয় উপদ্বীপ হলো দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের একটি উপদ্বীপ।
- এর পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের আন্দামান সাগর ও মালাক্কা প্রণালী এবং পূর্বে থাই উপসাগর ও দক্ষিণ চীন সাগরের মধ্যে অবস্থিত।
- কোরীয় উপদ্বীপ পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত একটি উপদ্বীপ।
- এটি পূর্বে জাপান সাগর দ্বারা এবং পশ্চিমে হলুদ সাগর দ্বারা বেষ্টিত।
- সিনাই উপদ্বীপ বা সিনাই মিশরে অবস্থিত ত্রিভুজ আকৃতির একটি উপদ্বীপ।
- এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণে লোহিত সাগর। এটি মিশরের একমাত্র এলাকা যা আফ্রিকায় নয়, এশিয়ায় অবস্থিত এবং কার্যত এই দুটি মহাদেশের মধ্যে একটি ভূমি সেতুর মত কাজ করে।

তথ্যসূত্রঃ ব্রিটানিকা

#### ৬। মেলানেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশ কোনটি?

- (ক) নাউরু  
(খ) কিরিবাতি  
(গ) সামোয়া  
(ঘ) পাপুয়া নিউগিনি\*

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মেলানেশিয়া ওশেনিয়ার একটি উপ-অঞ্চল, যা দক্ষিণ-পশ্চিম মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত।
- এই অঞ্চলটিতে চারটি স্বাধীন রাষ্ট্র আছেঃ এগুলি হলো ভানুয়াতু, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি এবং **পাপুয়া নিউ গিনি**।
- এছাড়া ফরাসি বিশেষ সামুদ্রিক অঞ্চল নিউ ক্যালিডোনিয়া এবং ইন্দোনেশীয় পশ্চিম নিউ গিনি অঞ্চলটিও এর অন্তর্ভুক্ত।
- মেলানেশিয়ার সিংহভাগই দক্ষিণ গোলাধারে অবস্থিত, কেবল পশ্চিম নিউ গিনির কয়েকটি দ্বীপ উত্তর গোলাধারে পড়েছে।

- অপরদিকে, সামোয়া হলো মধ্য ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ অঞ্চল 'পলিনেশিয়ার' অন্তর্ভুক্ত।
- এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত আরো কয়েকটি দ্বীপ হলো টোঙ্গা, টুভালু, কুক আইল্যান্ড প্রভৃতি।
- নাউরু এবং কিরিবাতি নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী মাইক্রোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

উৎস: ব্রিটানিকা।

#### ৭। লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরকে সংযুক্ত করেছে কোন প্রণালী?

- (ক) জিব্রাল্টার প্রণালী  
(খ) বসফরাস প্রণালী  
(গ) বাবেল মান্দেব প্রণালী\*  
(ঘ) বেরিং প্রণালী

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরকে সংযুক্ত করেছে **বাবেল মান্দেব প্রণালী**।
- এটি এশিয়াকে আফ্রিকা হতে পৃথক করেছে।
- আরবী শব্দ বাবেল মান্দেব এর অর্থ দুর্দশার দুয়ার (The Gate of Tears)।
- অন্যদিকে, জিব্রাল্টার প্রণালী ভূমধ্যসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে।
- এটি আফ্রিকাকে ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে।
- বসফরাস প্রণালী এশিয়া থেকে ইউরোপকে পৃথক করেছে এবং কৃষ্ণ সাগরকে মর্মর উপসাগরের সাথে যুক্ত করেছে। প্রণালীটি তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
- বেরিং প্রণালী এশিয়া থেকে আমেরিকাকে পৃথক করেছে এবং এটি উত্তর মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে; আলাস্কা ও সাইবেরিয়াকে পৃথক করেছে।

উৎস: ব্রিটানিকা

#### ৮। এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি?

- (ক) ইয়াংসিকিয়াং\*

(খ) হোয়াংহো

(গ) সিন্ধু

(ঘ) ব্রহ্মপুত্র

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- এশিয়ার দীর্ঘতম নদী হলো ইয়াংসিকিয়াং।
- তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে এই নদীটি চীনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
- ৬৩০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এটি পূর্ব চীন সাগরে পতিত হয়েছে।
- অপরদিকে, হোয়াংহো চীনের একটি নদী যাকে চীনের দুঃখ বলা হয়।
- সিন্ধু নদী চীন, ভারত এবং পাকিস্তানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
- ব্রহ্মপুত্র নদ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদনদীগুলির একটি। এর অববাহিকা অঞ্চল চীন (তিব্বত), ভারত ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।
- বিভিন্ন মহাদেশের দীর্ঘতম নদ-নদী হলো:

মহাদেশ	নদ-নদী
ইউরোপ	ভলগা
আফ্রিকা	নীল নদ
উত্তর আমেরিকা	মিসিসিপি মিসৌরি
দক্ষিণ আমেরিকা	আমাজান
ওশেনিয়া	মারে ডার্লিং

উৎস: ব্রিটানিকা

#### ৯। বাথ কোন দেশের মুদ্রা?

- (ক) থাইল্যান্ড\*  
(খ) ভিয়েতনাম  
(গ) লাওস  
(ঘ) মিয়ানমার

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম বাথ।

- থাইল্যান্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ।
- দেশটিকে মুক্তভূমি বলা হয় কারণ এটি কখনো কারো উপনিবেশ ছিলোনা।
- অপরদিকে, ভিয়েতনামের মুদ্রার নাম ডং, লাওসের মুদ্রার নাম কিপ, মিয়ানমারের মুদ্রার নাম কিয়াট।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মুদ্রাঃ

দেশ	মুদ্রা
ইন্দোনেশিয়া	রুপিয়া
ব্রুনাই	ডলার
মালেশিয়া	রিঙ্গিত
ফিলিপাইন	পেসো
সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর ডলার
কম্বোডিয়া	রিয়াল
পূর্বতিমুর	মার্কিন ডলার

উৎস: ব্রিটানিকা।

১০। নিচের কোন দেশটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল?

- (ক) জার্মানি
- (খ) জাপান
- (গ) ইতালি
- (ঘ) ফ্রান্স\*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ২টি পক্ষ ছিল। একটি অক্ষশক্তি অপরটি মিত্রশক্তি।
- অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলো জার্মানি, জাপান ও ইতালি।
- মিত্রশক্তিতে ছিলো ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ।
- ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ২য় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়।
- ৭ মে ১৯৪৫ সালে জার্মানি মিত্রবাহিনীর নিকট নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে।
- ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।

- ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমায় এবং ৯ আগস্ট ১৯৪৫ জাপানের নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়।

উৎস: ব্রিটানিকা।

১১। জেসমিন বিপ্লব সংঘটিত হয় কোথায়?

- (ক) মিশর
- (খ) লিবিয়া
- (গ) তিউনিশিয়া\*
- (ঘ) জর্জিয়া

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জেসমিন বিপ্লব সংঘটিত হয় তিউনিশিয়ায়।
- এই বিপ্লবের মাধ্যমে ২০১০ সালে আরব বসন্তের সূচনা হয়।
- এর বিষয়বস্তু ছিল তিউনিশিয়া সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সংঘটিত বিপ্লবের নাম হলোঃ

দেশ	বিপ্লবের নাম
মিশর	নীল বিপ্লব
লিবিয়া	গ্রিন বিপ্লব
জর্জিয়া	গোলাপ বিপ্লব
কিরগিজিস্তান	টিউলিপ বিপ্লব
ইরান	শ্বেত বিপ্লব

উৎস: ব্রিটানিকা।

১২। জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা কয়টি?

- (ক) ৬টি
- (খ) ৩টি
- (গ) ৪টি
- (ঘ) ২টি\*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জাতিসংঘের দাপ্তরিক/অফিসিয়াল ভাষা ৬টি। যথা: ইংরেজি, ফরাসি, চাইনিজ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ ও আরবি।
- তবে জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা হলো ২টি। যথা: ইংরেজি ও ফরাসি।
- জাতিসংঘের সচিবালয়ে এই দুটি ভাষা ব্যবহৃত হয়।

- জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষাগুলোর মধ্যে ৫৪টি দেশের সরকারি ভাষা হলো ইংরেজি।
- জাতিসংঘের কিছু প্রস্তাবিত দাপ্তরিক ভাষা হলো বাংলা, হিন্দি, জার্মান, পর্তুগিজ প্রভৃতি।

**উৎস:** জাতিসংঘ ওয়েবসাইট

**১৩। কোন পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘ নতুন সদস্য গ্রহণ করে?**

- (ক) নিরাপত্তা পরিষদ\*
- (খ) সাধারণ পরিষদ
- (গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ
- (ঘ) অছি পরিষদ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গসংস্থান ছয়টি। যথা:
  ১. সাধারণ পরিষদ (UNGA)
  ২. নিরাপত্তা পরিষদ (UNSC)
  ৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)
  ৪. আন্তর্জাতিক বিচারালয় (ICJ)
  ৫. জাতিসংঘ সচিবালয় (UN Secretariat)
  ৬. অছি পরিষদ (UN Trusteeship Council)
- নিরাপত্তা পরিষদ পনের সদস্য (দশটি অস্থায়ী এবং পাঁচটি স্থায়ী) নিয়ে গঠিত।
- নিরাপত্তা পরিষদের কাজগুলো হলো:
  - \* আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা।
  - \* আন্তর্জাতিক কোন বিরোধ তদন্ত করা।
  - \* অস্ত্র নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা পরিকল্পনা করা।
  - \* **নতুন সদস্যদের নিয়োগের সুপারিশ করা।**
  - \* সাধারণ পরিষদের কাছে মহাসচিব নিয়োগের সুপারিশ করা।
  - \* সাধারণ পরিষদের সাথে মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বিচারক নির্বাচন করা।
- নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গের সদস্যদের নিয়োগ দিয়ে থাকে।

**উৎস:** জাতিসংঘ ওয়েবসাইট

**১৪। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী পরিচালিত প্রথম মিশনের নাম কী?**

- (ক) UNIIMOG
- (খ) UNTSO\*
- (গ) UNIFA
- (ঘ) UNIFIL

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন শুরু হয় ১৯৪৮ সালে।
- প্রথম মিশনের নাম ছিল United Nations Truce Supervision Organization (**UNTSO**) যার উদ্দেশ্য ছিল ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরতি পালন করা।
- প্রথম মিশন প্রেরণ করা হয় জেরুজালেমে।
- এখন পর্যন্ত শান্তিরক্ষা বাহিনীর ৭২টি মিশনে গঠিত হয়েছে। বর্তমানে ১২টি মিশনে চালু রয়েছে।
- বর্তমানে শান্তিরক্ষা মিশনে সেনা প্রেরণে প্রথম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ (৬৭৪২ জন)।
- অপরদিকে, UNIIMOG বা United Nation Iran-Iraq Military observer Group হলো ইরাক-ইরান যুদ্ধে ১৯৮৮ সালে প্রেরিত মিশন যেখানে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ করে।
- UNIFIL হলো লেবাননে প্রেরিত মিশন।
- শান্তিরক্ষী বাহিনী ১৯৮৮ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

**উৎস:** [Peacekeeping.un.org](http://Peacekeeping.un.org)

**১৫। জাতিসংঘের কোন সংস্থা দুইবার নোবেল পুরস্কার পায়?**

- (ক) IAEA
- (খ) OPCW
- (গ) UNICEF
- (ঘ) UNHCR\*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

- জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক এই সংস্থাটি ১৯৫৪ এবং ১৯৮১ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়।
- সংস্থাটির দায়িত্ব হচ্ছে জাতিসংঘ বা কোন সরকারের অনুরোধে স্বদেশহীন, বাস্তুহারা মাতৃভূমিচ্যুত শরণার্থীদের রক্ষা করা এবং পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করা।
- জাতিসংঘ ও এর অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ:

সংস্থা	সাল
UNICEF	1965
ILO	1969
UNO	2001
UN Peace Keeping Force	1988
IAEA	2005
IPCC	2007
OPCW	2013
WFP	2020

**উৎস:** ইউনাইটেড ন্যাশন্স অফিশিয়াল ওয়েবসাইট

#### ১৬। বিশ্বব্যাংক গ্রুপ বলা হয় কতটি প্রতিষ্ঠানকে?

- (ক) ২টি
- (খ) ৪টি
- (গ) ৫টি\*
- (ঘ) ৬টি

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- IBRD, IDA, IFC, ICSID, MIGA এই মোট ৫টি প্রতিষ্ঠানকে একসাথে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ বলা হয়।
- IBRD⇒International Bank for Reconstruction and Development ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৪৬ সালে কার্যক্রম শুরু করে। এটি মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে ঋণ প্রদান এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে।
- IFC⇒International Finance Corporation ২০ জুলাই, ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ব্যক্তি বা বেসরকারি মালিকানাধীন খাতের উন্নয়নে ঋণ প্রদান করে।

- IDA⇒International Development Association প্রতিষ্ঠা হয়- ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সালে। এটি স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ কারণে এই সংগঠনটি soft loan window নামে পরিচিত।
- ICSID⇒International Centre for Settlement of Investment Disputes Investment সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে।
- MIGA⇒Multilateral Investment Guarantee Agency উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগে সহায়তা করে।

**উৎস:** বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইট

#### ১৭। সম্প্রতি সার্কের ১৫তম মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন-

- (ক) আমজাদ হোসেন
- (খ) আহমেদ সেলিম
- (গ) গোলাম সারওয়ার \*
- (ঘ) কিউ এ এম রহিম

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সম্প্রতি সার্কের ১৫তম মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন **গোলাম সারওয়ার**।
- তিনি সার্কের তৃতীয় বাংলাদেশি মহাসচিব।
- সার্কের ১৫তম মহাসচিব আফগানিস্তান থেকে নিয়োগ পাবার কথা থাকলেও তালেবান শাসনকে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃতি না দেয়ায় সেটা বাতিল হয়।
- সার্কের প্রথম মহাসচিব আবুল হাসান ছিলেন একজন বাংলাদেশি।
- সার্কের দ্বিতীয় বাংলাদেশি মহাসচিব ছিলেন কিউ-এএম এ রহিম।
- সার্ক বা South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) হলো দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**তথ্যসূত্র:** সার্কের ওয়েবসাইট।

#### ১৮। নিচের কোনটি নিরস্ত্রীকরণের সাথে সম্পৃক্ত নয়?

- (ক) SALT

- (খ) CTBT  
(গ) NATO\*  
(ঘ) NPT

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- **NATO** (North Atlantic Treaty Organization) হলো একটি সামরিক সংস্থা।
- এটি নিরস্ত্রীকরণের সাথে কোন ভাবে সম্পৃক্ত নয়।
- সংস্থাটি ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩১ (সর্বশেষ ফিনল্যান্ড)।
- অন্যদিকে SALT, CTBT, NPT নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি।
- SALT (Strategic Arms Limitations Talks) রাশিয়া আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।
- CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty) হলো ১৯৯৬ সালে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি।
- NPT (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) হলো পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার/প্রসার নিয়ন্ত্রণ চুক্তি। এটি ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরিত হয়।

তথ্যসূত্র: ন্যাটোর ওয়েবসাইট

#### ১৯। ২০২৩ সালে কপ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

- (ক) প্যারিস  
(খ) শারম আল শেখ  
(গ) দুবাই\*  
(ঘ) বার্লিন

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের **দুবাইতে** কপ (Conference of Parties) ২৮ অনুষ্ঠিত হবে।

- প্রতিবছর কপ সম্মেলন আয়োজন করে থাকে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা UNFCCC (United Nations Climate Change Conference)।
- সর্বপ্রথম ১৯৯৫ সালে কপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জার্মানির বার্লিন শহরে।
- Cop-21 এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালে প্যারিসে। এ সম্মেলনে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি সই হয় এবং ১০০ বিলিয়ন ডলার এর জলবায়ু ফান্ড গঠন করা হয়।
- এ চুক্তি অনুসারে কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো কর্বন নিঃসরণ কমানোর অঙ্গীকার করেছে এবং তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে।
- সর্বশেষ কপ ২৭ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২২ সালে মিশরের শারম আল শেখ শহরে।

তথ্যসূত্র: UNFCCC ওয়েবসাইট

#### ২০। কিয়োটো প্রোটোকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?

- (ক) ১৯৮৫  
(খ) ১৯৮৭  
(গ) ১৯৯৭\*  
(ঘ) ১৯৯৯

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কিয়োটো প্রোটোকল হল পরিবেশ সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যার লক্ষ্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করা।
- **১৯৯৭ সালে** জাপানের কিয়োটোতে Unfccc অনুসমর্থনকারী দেশসমূহ এই প্রোটোকল গ্রহণে সম্মত হন।

- তবে এটি ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ সালে কার্যকর হয়েছিল।
- এর উদ্দেশ্য ছিল বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধকল্পে শিল্পোন্নত দেশ সমূহের গ্রিন হাউস নিঃসরণ হ্রাসের বাধ্যবাধকতা বিষয়ক।
- এর মেয়াদ শেষ হয় ২০২০ সালে।

তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা

## ২১। কার্টাগেনা প্রটোকল হচ্ছে—

- (ক) জাতিসংঘের যুদ্ধ মোকাবেলা সংক্রান্ত চুক্তি  
(খ) জাতিসংঘের শিশু অধিকার বিষয়ক চুক্তি  
(গ) জাতিসংঘের নারী অধিকার বিষয়ক প্রটোকল  
(ঘ) জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি\*

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কার্টাগেনা প্রটোকল হলো জৈব জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রটোকল।
- ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলম্বিয়ার কার্টাগেনা শহরে জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তিটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- পরবর্তীতে ২০০০ সালের ২৯ জানুয়ারি চুক্তিটির খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এবং চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় কানাডার মন্ট্রিল শহরে। তবে নামকরণ করা হয় কার্টাগেনা শহরের নাম অনুসারেই।
- ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে এটি কার্যকর হয়।
- বাংলাদেশ এটি স্বাক্ষর করে ২০০০ সালে এবং অনুমোদন করে ২০০৪ সালে।
- ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রটোকলটিতে ১৭৩টি স্বাক্ষরকারী ছিল। যার মধ্যে ১৭০টি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র।

- কার্টেগেনা প্রোটোকল অনুমোদনকারী সর্বশেষ দেশ সিয়েরা লিওন (১৫ই জুন ২০২০)।

তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা

## ২২। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-

- (ক) ২ ফেব্রুয়ারী  
(খ) ১১ জুলাই\*  
(গ) ১১ জুন  
(ঘ) ৫ জুন

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই।
- ১৯৯০ সালের ১১ জুলাই প্রথমবারের মতো ৯০ টি দেশ জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করে।
- ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির গভর্নিং কাউন্সিল জনসংখ্যা ইস্যুতে গুরুত্ব প্রদান ও জরুরী মনোযোগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।
- ২০২৩ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- "জেন্ডার অসমতাই শক্তি: নারী ও কন্যা শিশুর মুক্ত উচ্চারণে হোক পৃথিবীর অব্যাহত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন।"
- এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য হলো পরিবার পরিকল্পনা, লৈঙ্গিক সমতা, দারিদ্র, মাতৃস্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘের ওয়েবসাইট।

## ২৩। বিদ্যুৎ আবিষ্কার কোন শিল্প বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত?

- (ক) ১ম  
(খ) ২য়\*  
(গ) ৩য়  
(ঘ) ৪র্থ

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সাথে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের সম্পর্ক রয়েছে।



- ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রথম বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সাফল্যসমূহের প্রয়োগ পূর্ণতা অর্জন করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে সূচিত হয় দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব।
- এই বিপ্লবের মূল আবিষ্কার ছিল বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক বাতিই ছিল বিদ্যুতের প্রথম সফল বাণিজ্যিক ব্যবহার।
- অন্যদিকে, জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের সাথে সাথে ১৭৬০ দিকে প্রথম শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়।
- চালিকাশক্তি হিসেবে 'যান্ত্রিক (মেশিন) শক্তি' দ্বারা মানুষের 'কার্যিক শক্তির' প্রতিস্থাপন হলো প্রথম শিল্প বিপ্লবের আসল কথা।
- তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সময়কাল ধরা হয় ১৯৬৯ সাল থেকে। এই বিপ্লবের সাথে জড়িত মূল প্রযুক্তি হল কম্পিউটার।
- সে জন্য কম্পিউটারভিত্তিক শিল্প বিপ্লবকে অনেক সময় 'ডিজিটাল বিপ্লব' বলে অভিহিত করা হয়।
- বর্তমান সময়ে সংঘটিত হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। এ বিপ্লবের সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবট সম্পর্কিত।

তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা

## ২৪। সম্প্রতি ইরান কোন দেশে পুনরায় দূতাবাস উন্মুক্ত করে?

- (ক) ইরাক
- (খ) যুক্তরাষ্ট্র
- (গ) সিরিয়া
- (ঘ) সৌদি আরব\*

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সম্প্রতি ইরান সৌদি আরবে পুনরায় দূতাবাস উন্মুক্ত করে।
- ২০১৬ সালে সৌদি আরবের প্রখ্যাত শিয়া ধর্মগুরু আল নিমরকে ফাঁসি দেওয়ার পর তেহরানের সৌদি দূতাবাসে হামলা হয়।

- এর পরই দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
- সম্প্রতি চীনের মধ্যস্থতায় দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।
- এর ফলে দীর্ঘ আট বছর পর ২০২৩ সালে রিয়াদে ইরানের দূতাবাস উন্মুক্ত হয়।

## ২৫। গ্রিনিচ মান মন্দির কোথায় অবস্থিত?

- (ক) যুক্তরাষ্ট্র
- (খ) যুক্তরাজ্য\*
- (গ) ফ্রান্স
- (ঘ) রাশিয়া

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গ্রিনিচ মান মন্দির **যুক্তরাজ্যের** লন্ডনে অবস্থিত।
- গ্রিনিচ মান মন্দিরের উপর দিয়ে মূল মধ্যরেখা রেখা (০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা) অতিক্রম করেছে।
- ১৬৭৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১০ই আগস্ট গ্রিনিচের মান মন্দির এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৬৭৬ সালের ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়।
- এখানে বিগবেন নামক বিখ্যাত ঘড়ি রয়েছে।
- এখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ণয় করা হয়।
- এই স্থান ঐতিহাসিক ভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজা প্রথম উইলিয়ামের সময়কাল থেকে।
- গ্রিনিচ প্রাসাদ রাজা অষ্টম হেনরি ও তার কন্যা প্রথম মেরি'র জন্ম স্থান।
- প্রথম এলিজাবেথ ও ট্যুডর'রা গ্রিনিচ প্রাসাদ তাদের হান্টিং লজ হিসেবে ব্যবহার করতেন।

তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা

## ২৬। PLO প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

- (ক) ১৯৬২ সালে
- (খ) ১৯৬৪ সালে\*
- (গ) ১৯৭২ সালে

(খ) ১৯৭৪ সালে

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- PLO এর পূর্ণরূপ PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION।
- এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৮ মে ১৯৬৪ সালে।
- একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।
- PLO এর ১ম চেয়ারম্যান ছিলেন আহমদ শুকরি এবং ৩য় চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত।
- ৪র্থ ও বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন মাহমুদ আব্বাস।
- এর সদর দপ্তর :রামাল্লা, পশ্চিম তীর (ফিলিস্তিন)।
- ১৯৭৪ সাল থেকে পিএলও জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক মর্যাদা ভোগ করছে।
- ১৯৯৩ সালে প্রণীত অসলো চুক্তি অনুসারে ইসরায়েলের PLO কে বৈধ সংস্থা হিসেবে মেনে নেয়।

তথ্যসূত্র: পিএলও এর ওয়েবসাইট

### ২৭। MNLF কোন দেশের স্বাধীনতাকামী সংগঠন?

- (ক) শ্রীলঙ্কা
- (খ) অ্যাঙ্গোলা
- (গ) উগান্ডা
- (ঘ) ফিলিপাইন\*

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- MNLF (Moro National Liberation Front) ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপের স্বাধীনতাকামী সংগঠন।
- এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নুর মিসৌরি।
- এটি ১৯৭৭ সাল থেকে ওআইসির পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করে।
- অপরদিকে, শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতাকামী তামিল সংগঠন হলো LTTE (Liberation Tigers of Tamil Elam)।
- অ্যাঙ্গোলার গেরিলা সংগঠন হলো UNITA (National Union for the total Independence of Angola)।

- উগান্ডার একটি গেরিলা সংগঠন হলো LRA (Lords Revolutionary United Front)।

তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট সংস্থার ওয়েবসাইট

### ২৮। নিউজিল্যান্ডের বৃহত্তম উপজাতি হলো-

- (ক) মাওরি\*
- (খ) জুলু
- (গ) বান্সু
- (ঘ) দ্রুজ

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মাওরি জাতি হলো নিউজিল্যান্ড ভূখণ্ডের আদিবাসী একটি পলিনেশীয় জাতি।
- এরা নিউজিল্যান্ডের বৃহত্তম উপজাতি।
- দেশটির পার্লামেন্টে মাওরিদের জন্য আসন সংরক্ষিত রয়েছে।
- অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইনস্টন পিটারস ছিলেন মাওরি সম্প্রদায়ের। এ ছাড়া সেখানে রয়েছেন তিনজন মাওরি ধর্মগুরু ও দুজন গভর্নর জেনারেল।
- অপরদিকে, জুলু জনগোষ্ঠী দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করে। স্থানীয়ভাবে এরা বান্টু নামে পরিচিত।
- বান্সু সম্প্রদায় স্পেনে বাস করে।
- দ্রুজ জনগোষ্ঠী সিরিয়া ও লেবাননে বাস করে।

উৎস: ব্রিটানিকা

### ২৯। 'I have a Dream' গ্রন্থের রচয়িতা-

- (ক) বারাক ওবামা
- (খ) মার্টিন লুথার কিং\*
- (গ) মার্টিন লুথার
- (ঘ) নেলসন মেন্ডেলা

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মার্টিন লুথার কিং ছিলেন বিখ্যাত আফ্রিকান-আমেরিকান মানবাধিকার কর্মী।
- 'I have a Dream' রচনাটি মূলত তাঁর একটি বিখ্যাত ভাষণের শিরোনাম।
- আমেরিকায় নাগরিক ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনের জন্য ১৯৬৪

সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ।

- ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটন অভিমুখে পদযাত্রা কর্মসূচীতে তার ঐতিহাসিক ভাষনের শিরোনাম ছিল 'আই হ্যাভ এ ড্রিম'।
- অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪ তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন বারাক ওবামা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'দ্যা অডাসিটি অব হোপ' এবং 'ড্রিম ফ্রম মাই ফাদার'।
- মার্টিন লুথার ছিলেন একজন জার্মান ধর্মযাজক এবং ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি ষোড়শ শতকে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মবিপ্লবের সূত্রপাত করেন।
- নেলসন মেন্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী, রাজনৈতিক নেতা এবং প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'কনভারসেশনস উইথ মাইসেলফ' এবং 'এ লং ওয়াক টু ফ্রিডোম'।

তথ্যসূত্র: 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিবৃত্ত', ড আব্দুল হাই তালুকদার।

**৩০। সম্প্রতি কতটি দেশকে ব্রিকসের সদস্য হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে?**

- (ক) ৪ টি
- (খ) ৫ টি
- (গ) ৬ টি\*
- (ঘ) ৭ টি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- সম্প্রতি ২২-২৪ আগস্ট, ২০২৩ দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জোট ব্রিকসের ১৫ তম সম্মেলন।
- এই সম্মেলনে নতুন ৬ টি দেশকে সদস্যপদ দেয়ায় সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থাটি।
- দেশগুলো হলো: সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, মিসর, আর্জেন্টিনা এবং ইথিওপিয়া।

- ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি এ দেশগুলো ব্রিকসে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করবে। এর মাধ্যমে পাঁচ দেশের জোট থেকে নতুন বছরে ১১ দেশের জোটে পরিণত হবে ব্রিকস।

- ২০০৯ সালে ব্রাজিল, ভারত, চীন, রাশিয়া এই ৪ টি দেশ নিয়ে ব্রিক গঠিত হয়।
- ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এই জোটে যোগ দিলে এর নাম হয় ব্রিকস।
- এর কোন সদর দপ্তর নাই।

**তথ্যসূত্র:** ব্রিকসের ওয়েবসাইট

**৩১। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে রুপিতে লেনদেন শুরু হয় কত তারিখে?**

- (ক) ১১ জুন
- (খ) ১১ জুলাই\*
- (গ) ১১ আগস্ট
- (ঘ) ১১ সেপ্টেম্বর

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে রুপিতে লেনদেন শুরু হয় ১১ জুলাই ২০২৩ সালে।
- এখন থেকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য শুরু হবে মার্কিন ডলারের পাশাপাশি রুপিতে। বাংলাদেশি মুদ্রা টাকা ও ভারতীয় মুদ্রা রুপিতে বাণিজ্য হবে।
- বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক পিএলসি ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড এবং ভারতের স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ও ICICI ব্যাংক লিমিটেড উভয় দেশের মধ্যে রুপিতে বাণিজ্য করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক।
- কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও ডলার-সংকট দেখা দেয়। এ অবস্থায় ভারত ও বাংলাদেশ রুপিতে বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।
- রুপি/টাকাতে বাণিজ্য করতে বাংলাদেশের দুই ব্যাংক ভারতের দুই ব্যাংকে ভস্ট্র হিসাব নামে এক ধরনের একাউন্ট খুলতে হবে।

তথ্যসূত্র: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

**৩২। কোন দেশে আক্রমণের মাধ্যমে  
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়?**

- (ক) জার্মানি  
(খ) রাশিয়া  
(গ) পোল্যান্ড\*  
(ঘ) ফ্রান্স

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ২টি পক্ষ ছিল। একটি অক্ষশক্তি অপরটি মিত্রশক্তি।
- অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলো জার্মানি, জাপান ও ইতালি।
- মিত্রশক্তিতে ছিলো ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ।
- ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ২য় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়।
- ৭ মে ১৯৪৫ সালে জার্মানি মিত্রবাহিনীর নিকট নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে।
- ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।
- ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমায় এবং ৯ আগস্ট ১৯৪৫ জাপানের নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়।

**উৎস:** ব্রিটানিকা।

**৩৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাফার স্টেট বা  
নিরপেক্ষ দেশ বলা হয় কোন দেশটিকে?**

- (ক) সুইজারল্যান্ড  
(খ) বেলজিয়াম\*  
(গ) আফগানিস্তান  
(ঘ) তুরস্ক

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাফার স্টেট বা নিরপেক্ষ দেশ বলা হয় বেলজিয়ামকে।
- বাফার স্টেট বা নিরপেক্ষ দেশ বলা হয় দুটি সংঘাতময় দেশের মাঝে নিরপেক্ষ দেশকে।
- জার্মানি বেলজিয়ামকে আক্রমণ করলে ব্রিটেন ২য় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

- আফগানিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মধ্যে নিরপেক্ষ দেশ ছিল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিরপেক্ষ নীতির জন্য সুইজারল্যান্ডকে নিরপেক্ষ দেশ বলা হতো। দেশটি স্নায়ুযুদ্ধকালে সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্লক থেকে নিজেকে নিরপেক্ষ রেখেছিলো।
- তুরস্ক এশীয়দেশ হলেও ইস্তাম্বুল শহরটি ইউরোপ পড়েছে। দেশটি দুই মহাদেশভুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিত।

**উৎস:** ব্রিটানিকা।

**৩৪। ‘অসমতা হ্রাস’ SDG এর কততম  
লক্ষ্য?**

- (ক) ৫  
(খ) ১০\*  
(গ) ১৫  
(ঘ) ১৬

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- Sustainable Development Goals (SDG) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর সর্বমোট ১৭টি লক্ষ্য রয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট অভিষ্ট রয়েছে ১৬৯টি।
- SDG ২০১৫ সালে গৃহীত হয়। ২০১৬-২০৩০ সালের মধ্যে SDG বাস্তবায়িত করা হবে।
- ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ১০নং লক্ষ্য হলো অসমতা হ্রাস।
- ৫ নং লক্ষ্য হলো জেন্ডার সমতা।
- ১৫ নং লক্ষ্য হলো স্থলজ জীবন।
- ১৬ নং লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান।

**উৎস:** UN.org ওয়েবসাইট।

**৩৫। গ্রীন পিস কোন দেশভিত্তিক  
পরিবেশবাদী সংগঠন?**

- (ক) সুইডেন  
(খ) নরওয়ে  
(গ) ডেনমার্ক  
(ঘ) নেদারল্যান্ড\*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- গ্রীনপিস নামক পরিবেশবাদী সংগঠনটি ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর

**নেদারল্যান্ডসের আর্মস্টারডাম** এ অবস্থিত।

- বিশ্বের ৫৫টি দেশে গ্রীনপিস এর শাখা রয়েছে।
- কানাডার ভ্যানকুভারে পারমাণবিক শক্তির বিরোধিতার মাধ্যমে গ্রীনপিসের সূচনা ঘটে।
- গ্রীনপিসের মূল উদ্দেশ্যগুলো .
  ১. পৃথিবীর সবধরনের জীববৈচিত্রের প্রতিপালনের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা।
  ২. বন্য পরিবেশ ধ্বংস, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বাণিজ্যিক তিমি শিকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো।
- এর পূর্ব নাম ছিল "Don't make a wave I
- গ্রীনপিস ফটো পুরস্কার দেয়া হয় পরিবেশ কেন্দ্রীক ছবি তোলার ক্ষেত্রে।

**উৎস:** গ্রীনপিস ওয়েবসাইট।

**৩৬। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মধ্যস্থতাকারী কে?**

- (ক) বিল ক্লিনটন
- (খ) নিকলাই কোসিগিন
- (গ) জিমি কার্টার\*
- (ঘ) মেনাচেম বেগিন

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সালের USA এর ক্যাম্প ডেভিড অবকাশ্যাপন কেন্দ্রে মিশর-ইসরাইল ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
- মিশরের পক্ষে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরাইলের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মধ্যস্থতাকারী ছিলেন **জিমি কার্টার**।
- এ চুক্তির ফলাফল ছিলো যে, মিশর ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় এবং ইসরাইল দখলকৃত সিনাই উপদ্বীপ মিশরকে ফিরিয়ে দেয়।
- ১৯৭৯ এ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন।

- ১৯৯৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে বসনিয়া সংকট সমাধানের জন্য বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ডেটন চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতা করেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।
- ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাসখন্দ চুক্তির মধ্যস্থতাকারী ছিলেন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকলাই কোসিগিন।

**উৎস:** ব্রিটানিকা ওয়েবসাইট।

**৩৭। ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ ছিল কতটি?**

- (ক) ১০টি
- (খ) ১২টি\*
- (গ) ১৪টি
- (ঘ) ১৫টি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল আটলান্টিকের দুই পাড়ের **১২টি দেশ** নিয়ে NATO (North Atlantic Treaty Organization) নামক সামরিক জোটটি গঠন করা হয়।
- এর সদর দপ্তর: ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- এই পর্যন্ত ৩১টি দেশ ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ করেছে। ফিনল্যান্ড ৩১তম দেশ হিসেবে ৪ এপ্রিল, ২০২৩ ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ করে।
- তুরস্ক ও আলবেনিয়া ২টি মুসলিম দেশ এ সামরিক জোটের সদস্য।
- একমাত্র এশীয় দেশ তুরস্ক।
- NATO এর বর্তমান প্রধান-জেনস স্টলেনবার্গ।

**উৎস:** NATO এর ওয়েবসাইট।

**৩৮। সম্প্রতি ন্যাটো প্লাস ৫ এ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশকে যুক্ত করতে চাচ্ছে?**

- (ক) ভারত\*
- (খ) পাকিস্তান
- (গ) নেপাল
- (ঘ) মালদ্বীপ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- চীনের সঙ্গে শীতল সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে ন্যাটো প্লাস জোটে যুক্ত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।
- যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল কমিটি অন সিসিপিতে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।
- চীনকে আটকাতেই যুক্তরাষ্ট্র পাঁচ সদস্যের ন্যাটো প্লাস গ্রুপে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।
- ন্যাটো প্লাস ৫ টার্মটি মূল ন্যাটো জোটের পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণ বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়, এতে মূল জোটের বাইরের দেশগুলোর সহযোগিতায় এ জোটকে শক্তিশালী করা হয়।
- এটি একটি নিরাপত্তা বিষয়ক আয়োজন
- বর্তমানে ন্যাটো প্লাস ৫ এ রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, ইসরায়েল এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

**তথ্যসূত্র:** বিবিসি নিউস

**৩৯। ইউনেস্কোতে সর্বশেষ**

**পুনঃযোগদানকারী দেশ কোনটি?**

- (ক) যুক্তরাজ্য
- (খ) যুক্তরাষ্ট্র \*
- (গ) পর্তুগাল
- (ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ২০২৩ সালের ১০ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কোতে পুনঃযোগদান করে।
- ২০১৭ সালে ইসরায়েল বিরোধী অবস্থানের অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র UNESCO থেকে বেরিয়ে যায়।
- অন্যদিকে যুক্তরাজ্য ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো ত্যাগ করে পুনঃযোগদান করে ১৯৯৭ সালে।
- পর্তুগাল ১৯৭২ সালে পদত্যাগ করে ১৯৭৪ সালে পুনঃযোগদান করে।
- দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৫৬ সালে ইউনেস্কো থেকে পদত্যাগ করে ১৯৯৪ সালে যোগ দেয়।

**তথ্যসূত্র:** UNESCO ওয়েবসাইট।

**৪০। ফিফা নারী বিশ্বকাপ ২০২৩ এর চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?**

- (ক) অস্ট্রেলিয়া

(খ) নিউজিল্যান্ড

(গ) স্পেন\*

(ঘ) ইংল্যান্ড

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ফিফা নারী বিশ্বকাপ ২০২৩ এর চ্যাম্পিয়ন হয় স্পেন।
- ২০২৩ সালের ফিফা নারী বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় ২০ জুলাই-২০ আগস্ট অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে।
- এতে ৩২ টি দেশ অংশগ্রহণ করে।
- রানার্স আপ হয় ইংল্যান্ড।
- এই বিশ্বকাপে গোন্ডেন বল প্রাপ্ত খেলোয়ার হলেন আইতানা বোনমতি (স্পেন)।

**তথ্যসূত্র:** বিবিসি

**৪১। নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত**

**আচরণগত উৎকর্ষকে কী বলে?**

ক. শুদ্ধাচার\*

খ. মূল্যবোধ

গ. মানবিকতা

ঘ. সফলতা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

মানুষের কল্যাণে সত্য ও ন্যায়ের পথে যে কোনো কাজ করাকে মানবতা বলে। মানুষের আচরণ পালনকারী নীতি ও মানদণ্ড হলো মূল্যবোধ। সফলতা হলো এমন অবস্থা যা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে। শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। যার দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্র নিষ্ঠা।

**৪২। ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে**

(ক) মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে \*

(খ) কর্তব্যবোধ

(গ) আইনের শিক্ষা থেকে

(ঘ) সুশাসনের শিক্ষা থেকে

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- আর.টি.শেফার এর মতে ভালো-মন্দ, কাঙ্ক্ষিত – অনাকাঙ্ক্ষিত এবং ঠিক – বেঠিক সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নামই মূল্যবোধ।
- মানুষের আচার আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড হচ্ছে মূল্যবোধ। শিষ্টাচার, ন্যায় পরায়নতা, শৃঙ্খলাবোধ, সহমর্মিতোষ, সৌজন্যতাবোধ প্রভৃতি হচ্ছে মূল্যবোধ শিক্ষা।
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য হলো সহনশীলতা। মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে থাকে। সুনাগরিকের অন্যতম গুণ এটি।

### ৪৩। কোন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধটি সুনাগরিকের একটি বড় গুণ?

- (ক) সহনশীলতা
- (খ) আত্মসংযম \*
- (গ) সহমর্মিতা
- (ঘ) আইনের শাসন

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের আচার – ব্যবহার ও কর্মকণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকেই সাধারণত মূল্যবোধ বলা হয়।
- সহনশীলতা গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সফল করার জন্য সহনশীলতা একান্ত অপরিহার্য।
- সহমর্মিতা একটি মানবীয় গুণ। ‘সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে’ – সহমর্মিতার এই অনুভূতিই গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

- ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্যই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।
- গ্রহণ ও শ্রদ্ধার শিক্ষাই আত্মসংযম। সুনাগরিকের একটি বড় গুণ হলো আত্মসংযম। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায় এই মহৎ গুণ।

### ৪৪। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতির প্রধান ধাপ কোনটি?

- (ক) শৃঙ্খলাবোধ \*
- (খ) সহমর্মিতা
- (গ) আত্মসংযম
- (ঘ) সহনশীলতা

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সহমর্মিতা একটি মানবীয় গুণ। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষকে পারস্পরিক সুখে – দুঃখে আপন করে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে সহমর্মিতার অনুভূতি।
- আত্মসংযম সুনাগরিকের একটি বড় গুণ। গ্রহণ ও শ্রদ্ধার শিক্ষাই আত্মসংযম।
- সহনশীলতা গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ। উত্তেজনা প্রশমন ও সুখী সুন্দর সমাজ গঠনে সহনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতির প্রধান ধাপ বা সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। সমাজ বা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ব্যক্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়। এর ফলে রাষ্ট্রের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

**৪৫। 'শর্তহীন নিয়ামক' এর বিধান তৈরি করেন কে?**

- (ক) জন স্টুয়ার্ট মিল
- (খ) হ্যারল্ড উইলসন
- (গ) এডওয়ার্ড ওসবর্ণ উইলসন
- (ঘ) ইমানুয়েল কান্ট \*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- কর্তব্যের নৈতিকতার ধারণা প্রবর্তন করেন জার্মান আইডিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠাতা ইমানুয়েল কান্ট। কান্ট নীতিশাস্ত্রে 'ক্যাটেগরিকাল ইমপারেটিভ' বা শর্তহীন নিয়ামক এর বিধান তৈরি করেন। আচরণের ক্ষেত্রে শর্তহীন নিয়ামকের ব্যাখ্যা দিয়ে কান্ট বলেন, মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায় কিংবা ভালো – মন্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণের ফলাফল কোনো বিবেচনার বিষয় হবে না। পিতা সন্তানকে পালন করবে সন্তানের কাছ থেকে ভবিষ্যতে প্রতিদান পাবার আশায় নয়, সন্তানের প্রতি স্নেহের আকর্ষণে নয় তাকে লালন পালন করা কর্তব্য বলে যে লালনপালন করবে।
- Critique of pure reason (1781), Critique of Practical Reason (1788) and Critique of the power of Judgement হলো কান্টের বিখ্যাত ৩টি গ্রন্থ।

**৪৬। "নীতিব্রষ্ট বা নীতিহীন শাসক হলো অন্যতম পাপী" উক্তিটি কার ?**

- (ক) আর . এস . ম্যাকাইভার \*
- (খ) ম্যুর
- (গ) জোনাথন হাইট
- (ঘ) মহাত্মা গান্ধী

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- "নৈতিকতার পেছনে সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সমর্থন বা কর্তৃত্ব থাকে না।" - আর এস ম্যাকাইভার।

- নীতিবিদ ম্যুর বলেছেন – "শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা।"

- জোনাথন হাইট এর মতে – "ধর্ম, ঐতিহ্য ও মানব আচরণ এই তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে।"

- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি এবং একজন প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা।

- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী) এর মতে "নীতিব্রষ্ট বা নীতিহীন শাসক হলো অন্যতম পাপী"।

**৪৭। নীতিবিদ্যার মূলধারা কয়টি ?**

- (ক) ৪টি \*
- (খ) ২টি
- (গ) ৩টি
- (ঘ) ৫টি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- নীতিবিদ্যা দর্শনের একটি শাখার নাম। ম্যাকেন্জি ও লিলি এর মতে – "আচরণের ন্যায় বা ভালো নিয়ে যে আলোচনা হয় সেটাই নীতিবিদ্যা"।

- নীতিবিদ্যার অংশ ২টি।

যথা – ১) মৌলিক অংশ ও  
২) প্রয়োগিক অংশ

- কান্টের নীতিবিদ্যার মূলকতা ৩টি।  
যথা – ১) সৎ ইচ্ছা,

২) কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য ও  
৩) শর্তহীন আদেশ

- নীতিবিদ্যার মূলধারা ৪টি। যথা –  
১) পরানীতিবিদ্যা : নীতিবিদ্যার তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণ অংশকে নীতিবিদ্যার যে অংশ আলোচনা করা হয় তাকে পরানীতিবিদ্যা বলে।  
২) ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা



- ৩) বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা  
৪) মানমূলক নীতিবিদ্যা বা  
মূল্যায়নমূলক নীতিবিদ্যা

**৪৮। সুশাসন প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম  
সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়  
কখন?**

- (ক) ১৯৮৯ \*  
(খ) ১৯৯৭  
(গ) ১৯৯৪  
(ঘ) ২০০০

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ইউএনডিপি ১৯৯৭ সালে সুশাসনের সংজ্ঞাপ্রদান করেন।
- ১৯৯৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমপদের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতিই হলো গভর্নেন্স।
- ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশ করে যে, সুশাসন চারটি প্রধান স্তরের ওপর নির্ভরশীল।
- 'সুশাসন' ধারাটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় ১৯৮৯ সালে। এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সুশাসনের অভাবেই একেপ অনুন্নয়ন ঘটেছে।

**৪৯। দ্বৈত অর্থবোধতার অনুপস্থিতিই  
হলো -**

- (ক) গণতন্ত্র  
(খ) নৈতিক মূল্যবোধ  
(গ) স্বচ্ছতা \*  
(ঘ) দায়িত্বশীলতা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- সুশাসনের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প নাই। সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রাণ গণতন্ত্র।

- নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা শাসন কাজ পরিচালনা করা হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন অপেক্ষা নৈতিকতার সীমানা অনেক বেশি প্রসারিত।
- সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো দায়িত্বশীলতা। এর অর্থ হলো সরকার ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কর্মকাণ্ডের দায়িত্বশীলতা।
- স্বচ্ছতার অর্থ পরিষ্কার, স্পষ্ট ও নির্ভুল। দ্বৈত অর্থবোধতার অনুপস্থিতিই হলো স্বচ্ছতা। শাসন আইন কানুন নীতি ও সিদ্ধান্ত যদি পরিষ্কার বা স্বচ্ছ হয়, যদি এর একাধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ না থাকে তাহলে তা সহজেই জনগণের বোধগম্য হয়। নীতি বা সিদ্ধান্ত স্বচ্ছ হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

**৫০। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক  
কোনটি?**

- (ক) সুশীল সমাজ  
(খ) বিকেন্দ্রীকরণ  
(গ) গণতন্ত্র  
(ঘ) স্বাধীন বিচার বিভাগ \*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- সুশীল সমাজের ভূমিকাকে বর্তমানে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় সুশাসন প্রতিষ্ঠায়। সুশীল সমাজ নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতার বণ্টন ও বিভক্তিকরণের নীতি হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ।
- সুশাসনের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প নেই। গণতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রাণ।

- স্বাধীন বিচার বিভাগ না থাকলে বা বিচারবিভাগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেলে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ বিনষ্ট হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক।

